দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ...07 JAN 1989... ...
পৃষ্ঠা... ... ...5 কলাম 1... ...

02

19

ছাত্র ভর্তি সমস্যা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নানা পর্যায়ের নানা সমস্যার জটিলতা দীর্ঘদিনের। বছরের পর বছর গড়িয়ে চলেছে শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে কিন্তু সমস্যার জট তো কাটছেই না উপরন্তু জটিলতর হয়ে ওঠছে দিনের পর দিন।

মহানগরীর স্কুলগুলোতে গত বছরও ভর্তি সমস্যা ছিল। এ বছর তা আরো প্রকট হয়ে ওঠেছে। পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মহানগরীর নামী-দামী স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য একটি আসন অভিভাবকদের কাছে সোনার হরিণ হয়ে ওঠেছে। তারা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ স্কুল সে স্কুলে, কিন্তু হরিণটি কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। এর কারণ— নগরীতে ভাল স্কুলের সংখ্যা কম। তদুপরি বর্তমান স্কুলগুলোতে প্রয়োজনের অনুপাতে আসন সংখ্যাও কম। ভিকারুন্নেছা গার্লস হাই স্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল, উদয়ন স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীতে যে পরিমাণ আসন রয়েছে তাতে ভর্তির জন্য আবেদন পড়েছে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশী। সুতরাং পরিস্থিতিটির বর্ণনা-বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন পড়ে না।

এই সীমিতসংখ্যক আসনে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে এইসব পরীক্ষায় পাস করেও সকল ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে ডোনারদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা। এই সকল স্কুলে যারা মোটা অংকের অর্থ-ডোনেট করেছেন বা করছেন তাদের সন্তানরা প্রথমে ভর্তির সুযোগ পাবে। বর্তমানে এই ডোনেশনের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকায় গিয়ে ওঠেছে। ভাল এবং উন্নতমানের স্কুলের সংখ্যা এবং প্রত্যেক স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি না করে শুধু ডোনেশনের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেই কি এই জটিল ভর্তি সমস্যার কোন সমাধান হবে?

কথা এটুকুই নয়। এর সংগে আরো সমস্যা এসে আবর্জনার মত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাপা দিয়েছে। উল্লেখ্য, নতুন বছর শুরু হয়েছে। সব ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরাই নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুন ক্লাসের নতুন বই পড়ার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাজারে কোন বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উল্লেখযোগ্য যে, মাধ্যমিক স্তরের ৮০ লাখ বই প্রতি বছরের মত এবারও বেসরকারী প্রকাশক সমিতির প্রকাশের কথা এবং প্রতি বছরের মত এ বছরও বই বাঁধাই করে বাজারজাত করার প্রাক্কালে পুস্তক বাঁধাই সমিতির সৃষ্ট জটিলতার কারণে বাজারে পুস্তক সরবরাহ বিলম্বিত হচ্ছে। প্রকাশক সমিতি এবং পুস্তক বাঁধাই সমিতির মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ থেকে থাকলেও তা নিষ্পত্তি করার জন্য এটাই কি উপযুক্ত সময়? নতুন শিক্ষা বছর শুরু হয়ে গেছে। স্কুলগুলোতে নতুন বছরের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন ক্লাসের বই তুলে না দিয়ে তাদের লেখাপড়ার বিঘ্ন সৃষ্টিই কি এই বিলম্বের লক্ষ্য? যদি তাই না হয়— তাহলে এই বিরোধের বিষয়টি বছরের যে কোন সময়েই তো নিষ্পত্তি করা সম্ভব। এই সঙ্গত পথে না এগোনোর ফলে ইতিমধ্যেই অভিভাবক মহলে এমন আশংকা সৃষ্টি হয়েছে যে, কালো বাজারে পাঠ্য বই বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকদের এ ধারণা কতখানি সত্য তা আমরা জানি না। তবে এটি আংশিক সত্য হলেও জাতির জন্য তা মারাত্মক। অতএব, সরকারের উচিৎ বিষয়টির প্রতি অবিলম্বে নজর দেয়া।

নির্ভুল তথ্য নির্ভর ও উন্নতমানের পাঠ্য পুস্তক শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায়শই দেখা যায় ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ বই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে। এর কারণ বোর্ড কতটুকু জানেন আমরা জানি না। তবে আমরা অনুমান করি, হয় রচনা না হয় মুদ্রণকালীন তত্ত্বাবধানে অমনোযোগিতা বা অদক্ষতার দরুন এই রকমটি ঘটতে পারে।

আমরা প্রত্যাশা করি, শত সমস্যার জঞ্জাল থেকে আমাদের শিক্ষাকে মুক্ত করার জন্য সরকার অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।